New logistics policy positions Bangladesh as a 2050 trade hub

STAR BUSINESS REPORT

The interim government has unveiled the National Logistics Policy 2025, aiming to position Bangladesh as a leading regional trade and logistics hub by 2050.

It seeks to strengthen the country's capacity for domestic and international trade by developing a world-class logistics system that is technology-driven, integrated, efficient, sustainable and environmentally sound.

Earlier, a similar policy was approved by the ousted Awami League-led government in April 2024. However, after the political changeover in August that year, the interim government has annulled the previous policy and formulated a new one.

The new policy comes as Bangladesh is set to graduate from the least developed country (LDC) status next year, when the country will lose its current duty-free and quota-free market privileges, driving up the cost of its export products in international markets.

The policy has been prepared as a strategic tool to prepare the country for post-LDC and other upcoming challenges, the government said in a gazette on November 19.

As per the gazette, all activities relating to the logistics sector and its sub-sectors will follow this policy. It is expected to support trade growth, attract investment, raise efficiency across the supply chain and help develop a skilled workforce.

The policy provides direction for advancing logistics services, formulating specific strategies for sub-sectors, and introducing measurable performance indicators.

It also aims to reduce the time and cost of logistics by improving efficiency in production, collection, storage, transport, shipping, customs clearance and distribution in line with international standards.

A seamless and uninterrupted logistics ecosystem is envisioned by integrating all service providers under a unified framework. The development of multimodal infrastructure will be prioritised, alongside the optimal use of existing facilities.

The policy also promises advanced, digitalised logistics management, including modern tracking and tracing systems.

It focuses on streamlining and harmonising laws, regulations, policies and procedures relating to trade, investment, customs and logistics.

By fostering a world-class, investment-friendly environment, it seeks to attract, retain and expand competitive domestic and foreign investment across logistics sub-sectors.

weaknesses in the sector and building the capacity required to improve post-LDC export competitiveness and other pressures," he said.

Reaz noted that expanding port capacity, improving multimodal transport, enhancing storage facilities and strengthening logistics and shipping services should be key priorities. "From this perspective, the new policy sends a strong signal to global trade and investment partners."

The Daily Star
21 NOV 2025

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

class logistics system that is technology-driven, integrated, efficient, sustainable and environmentally sound.

Earlier, a similar policy was approved by the ousted Awami League-led government in April 2024. However, after the political changeover in August that year, the interim government has annulled the previous policy and formulated a new one.

The new policy comes as Bangladesh is set to graduate from the least developed country (LDC) status next year, when the country will lose its current duty-free and quota-free market privileges, driving up the cost of its export products in international markets.

The policy has been prepared as a strategic tool to prepare the country for post-LDC and other upcoming challenges, the government said in a gazette on November 19.

As per the gazette, all activities relating to the logistics sector and its sub-sectors will follow this policy. It is expected to support trade growth, attract investment, raise efficiency across the supply chain and help develop a skilled workforce.

The policy provides direction for advancing logistics services, formulating specific strategies for sub-sectors, and introducing measurable performance indicators.

It also aims to reduce the time and cost of logistics by improving efficiency in production, collection, storage, transport, shipping, customs clearance and distribution in line with international standards.

A seamless and uninterrupted logistics ecosystem is envisioned by integrating all service providers under a unified framework. The development of multimodal infrastructure will be prioritised, alongside the optimal use of existing facilities.

The policy also promises advanced, digitalised logistics management, including modern tracking and tracing systems.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
.....
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

It focuses on streamlining and harmonising laws, regulations, policies and procedures relating to trade, investment, customs and logistics.

By fostering a world-class, investment-friendly environment, it seeks to attract, retain and expand competitive domestic and foreign investment across logistics sub-sectors.

Ultimately, the policy seeks to improve Bangladesh's position in global logistics indicators and transform the economy into a regional logistics hub.

Speaking on the matter, Masrur Reaz, chairman of Policy Exchange of Bangladesh, said it is encouraging that the logistics policy has finally been activated through the release of the 2025 version.

"The policy is critical for addressing weaknesses in the sector and building the capacity required to improve post-LDC export competitiveness and other pressures," he said.

Reaz noted that expanding port capacity, improving multimodal transport, enhancing storage facilities and strengthening logistics and shipping services should be key priorities. "From this perspective, the new policy sends a strong signal to global trade and investment partners."

However, he cautioned that issuing a policy is only a starting point, as Bangladesh's past record in implementation has not been satisfactory.

"The government must therefore focus on clear implementation arrangements, timelines, inter-agency coordination and effective monitoring to ensure the policy delivers tangible benefits for the economy," he said.

The Financial Express
21 NOV 2025

Fish export to India halted thru Akhaura land port

Brahmanbaria, Nov 20 (UNB): Fish export to India through Akhaura land port in Brahmanbaria has been suspended due to complications over certification from the Fisheries Department.

Traders said the unresolved issue could cut export earnings by at least Tk 15 million every day.

According to traders, 50–70 tonnes of frozen fish are exported daily to India through Akhaura land port.

Local varieties such as rui, catla, pangas, tilapia and pabda are exported at a rate of USD 2.5 per kilogram.

The Fisheries Department issues mandatory certificates for fish exports.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

21 NOV 2025

চট্টগ্রামে তৈরি তিনটি জাহাজ যাচ্ছে আরব আমিরাতে

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

দেশের জাহাজ নির্মাতা ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডে তৈরি তিনটি জাহাজ রপ্তানি হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই)। চট্টগ্রাম থেকে ইউএইর প্রতিষ্ঠান মারওয়ান অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি এলএলসির কাছে হস্তান্তর করা হবে তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফট। এগুলো হলো–মায়া, এসএমএস এমি ও মুনা। বর্তমানে কর্ণফুলী নদীর তীরে জাহাজগুলো প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

এ উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের পটিয়ায় ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের সামনে নোঙ্গর করা জাহাজে আয়োজিত জাহাজ ডেলিভারি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলি আবদুল্লাহ আলহমৌদি। উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক আব্দুর রহিম খান, মারওয়ান শিপিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি এলএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ মোহাম্মদ হুসাইন আল মারজুকি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি আহসান হাবিব, ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের পরিচালক শাহ আলম, আবু মো. ফজলে রশীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শহিদুল বাশার।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলি আবদুল্লাহ আলহমৌদি বলেন, বাংলাদেশের একটি বড় ও সক্ষম জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান থেকে ইউএইর জন্য তিনটি নতুন ল্যান্ডিং ক্রাফট নির্মাণ দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত। বাংলাদেশের ওয়েস্টার্ন মেরিন এবং ইউএইর মারওয়ান শিপিংয়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের সহযোগিতা ভবিষ্যতে সামুদ্রিক খাতে আরও বড় আকারে বিস্তৃত হবে বলে তিনি আশা করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহিম খান বলেন, রপ্তানির ক্ষেত্রে জাহাজ নির্মাণ এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গত কয়েক বছর ধরে ওয়েস্টার্ন মেরিন ধারাবাহিকভাবে বিদেশে জাহাজ রপ্তানি করছে। এটি দেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ খুব অল্প সংখ্যক দেশের একটি; যারা এ ধরনের বড় জাহাজ নির্মাণ করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর বড় চাহিদা রয়েছে। নির্মিত এই জাহাজগুলোর পেছনে যারা দিন-রাত শ্রম দিয়েছেন, তারা বাংলাদেশের গর্ব। দেশের দক্ষ কর্মশক্তি এই শিল্পকে ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে নেবে।

ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ক্যাপ্টেন সোহেল হাসান জানান, ২০২৩ সালে মারওয়ান শিপিংয়ের সঙ্গে আটটি জাহাজ নির্মাণের চুক্তি হয়। এর মধ্যে 'রায়ান' নামের একটি ল্যান্ডিং ক্রাফট এবং 'ঘায়া' ও 'খালিদ' নামের দুটি টাগবোট ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফট হস্তান্তরের মাধ্যমে শুধু ২০২৫ সালেই ইউএইতে ছয়টি জাহাজ রপ্তানি হলো। বিউরো ভেরিটাসের তত্ত্বাবধানে নির্মিত প্রতিটি জাহাজের দৈর্ঘ্য ৬৯ মিটার এবং গ্রস টোনেজ প্রায় ১ হাজার ৪০০ টন। আন্তর্জাতিক ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটি ব্যুরো ভেরিটাসের মানদণ্ড অনুযায়ী নির্মিত এবং ১০ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। প্রায় ৭০০ বর্গমিটার ক্লিয়ার ডেক স্পেস থাকায় ভারী যন্ত্রপাতি ও বাল্ক কার্গো পরিবহনে উপযুক্ত। ওয়েস্টার্ন মেরিন ২০১৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১১টি দেশে মোট ৩৬টি জাহাজ রপ্তানি করেছে, যার বাজারমূল্য ১৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারেরও বেশি।

জানা যায়, ২০২৩ সালে ওয়েস্টার্ন মেরিন সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মারওয়ান শিপিংয়ের সঙ্গে আটটি জাহাজ নির্মাণের চুক্তি করে; যার মধ্যে রয়েছে দুটি টাগবোট, চারটি ল্যান্ডিং ক্রাফট এবং দুটি অয়েল ট্যাঙ্কার। এর মধ্যে চারটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ও দুটি টাগবোট রপ্তানি করা হচ্ছে এই বছর। প্রতিষ্ঠানটির কার্যাদেশ দেওয়া বাকি দুটি অয়েল ট্যাঙ্ক ২০২৬ সালের মধ্যে হস্তান্তর করা হবে।

প্রথম আলো
21 NOV 2025

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জুতা রপ্তানি বেড়েছে

পাল্টা শুল্কের প্রভাব

চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সার্বিকভাবে জুতা রপ্তানি প্রায় ৩২ শতাংশ বেড়েছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের সুফল কিছুটা হলেও পেতে শুরু করেছে বাংলাদেশের জুতাশিল্প। বাড়তি ক্রয়াদেশ পাচ্ছে এই খাতের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো। তাতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই-অক্টোবরে এই বাজারে চামড়ার জুতা রপ্তানি বেড়েছে ২১ শতাংশ। আর চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি আগের চেয়ে বেড়েছে তিন গুণ বা ২২২ শতাংশ। সার্বিকভাবে জুতা রপ্তানি ৩২ শতাংশের মতো বেড়েছে।

জুতাশিল্পের একাধিক উদ্যোক্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, নতুন মার্কিন ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশের জুতা ক্রয়ের আদেশ আসছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা আছে, তারা দ্রুত ক্রয়াদেশ নিতে পারছে। তারা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনসক্ষমতাও বাড়িয়েছে। তবে বড় আকারে ব্যবসা ধরার পাশাপাশি তা টেকসই করতে দেশেই জুতার কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ লাগবে। প্রয়োজনে সরকারকেও নীতিসহায়তা দিতে হবে। কারণ, প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার লিডটাইম (ক্রয়াদেশ থেকে শুরু করে পণ্য জাহাজীকরণ পর্যন্ত সময়) বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। তবে বাংলাদেশে খরচ একটু কম। শুধু এটি দিয়ে রপ্তানি বেশি বাড়ানো কঠিন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই-অক্টোবরে বাংলাদেশ থেকে ৪২ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছে। বাংলাদেশি জুতার বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) হলেও এখন এক-তৃতীয়াংশ জুতার গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। বাজারটিতে জুলাই-অক্টোবরে রপ্তানি হয়েছে ১৩ কোটি ৩৩ লাখ ডলারের জুতা, যা গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই

সূত্র: ইপিবি

কোম্পানির কাছে জুতা রপ্তানি করছে। দুটি শীর্ষস্থানীয় মার্কিন ব্র্যান্ডের সঙ্গে ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষ হলেই ক্রয়াদেশ পাওয়ার আশা প্রতিষ্ঠানটির। বর্তমানে এনপলির কারখানায় দিনে ১৪ হাজার জোড়া জুতা উৎপাদিত হয়। তাদের পাওয়া বিক্রয় বা রপ্তানি আদেশের ১৫ শতাংশ মার্কিন কোম্পানির, যা এক বছর আগেও ছিল শূন্য।

এ বিষয়ে এনপলি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রিয়াদ মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, মার্কিন ক্রেতারা চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চীনের ওপর পাল্টা শুল্ক যা-ই হোক না কেন, নীতির পরিবর্তন খুব একটা হবে না। মার্কিন ব্র্যান্ডের ক্রয়াদেশ নিতে গেলে কারখানাগুলোকে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরলে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে সাহস পাবেন।

গত ৩১ জুলাই ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন দেশের পণ্য আমদানির ওপর সংশোধিত পাল্টা শুল্কহার ঘোষণা করে, যা ৭ আগস্ট কার্যকর হয়। সংশোধিত হার অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের পণ্যে বাড়তি ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক বসেছে। ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে হারটি দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। আর ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের পাল্টা শুল্কের হার ১৯ শতাংশ। শুরুতে চীনের পণ্যে অন্য দেশের চেয়ে কয়েক গুণ পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়।

পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগে থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় জুতা রপ্তানিকারকেরা জানাচ্ছিলেন, কিছু মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান গত বছর থেকে বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আবার পুরোনো ক্রেতারাও ক্রয়াদেশ বাড়াচ্ছেন। ব্র্যান্ডভেদে কমপ্লায়েন্স ও মানভেদে জুতার নতুন ক্রেতা অন্তর্ভুক্ত করতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লাগে। সে কারণে ফলাফল কিছুটা দেরিতে পাওয়া যায়।

রপ্তানিকারকদের কথার সত্যতা রপ্তানি পরিসংখ্যানেও পাওয়া যায়। ইপিবির তথ্যানুযায়ী, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সার্বিকভাবে জুতা রপ্তানি ২৪ শতাংশ বেড়ে ১১৯ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছিল। তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ৩১ কোটি ডলারের জুতা, যা এর আগের বছরের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত অর্থবছরে ২৯ কোটি ডলারের চামড়ার জুতা রপ্তানি হয়েছিল, যা তার আগের বছরের চেয়ে ১১ কোটি ডলার বা ৬১ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে গত অর্থবছর প্রায় ২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫১ শতাংশ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৫৫৫ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ রপ্তানি ৮৬৫ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করেছে ভিয়েতনাম।

অভিমত

বন্ড জটিলতায় সময়মতো পণ্য রপ্তানি করা কঠিন

মো. নাসির খান,
সহসভাপতি,
এলএফএমইএবি

পাল্টা শুল্ক আরোপের পর মার্কিন ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো চীন আশপাশেই ঘুরছে। অথচ দেশে রপ্তানিমুখী ১০০-এর বেশি কারখানায় যে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা আছে, তাতে বছরে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করা সম্ভব।

বন্ড জটিলতা নিরসনে মূল্য সংযোজনের শর্ত দিয়ে কাঁচামাল আমদানির অনুমতি দেওয়া উচিত। যেমন ১০০ ডলারের কাঁচামাল আনলে

জুতাশিল্পের একাধিক উদ্যোক্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, নতুন মার্কিন ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশের জুতা ক্রয়ের আদেশ আসছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা আছে, তারা দ্রুত ক্রয়াদেশ নিতে পারছে। তারা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনসক্ষমতাও বাড়িয়েছে। তবে বড় আকারে ব্যবসা ধরার পাশাপাশি তা টেকসই করতে দেশেই জুতার কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ লাগবে। প্রয়োজনে সরকারকেও নীতিসহায়তা দিতে হবে। কারণ, প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার লিডটাইম (ক্রয়াদেশ থেকে শুরু করে পণ্য জাহাজীকরণ পর্যন্ত সময়) বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। তবে বাংলাদেশে খরচ একটু কম। শুধু এটি দিয়ে রপ্তানি বেশি বাড়ানো কঠিন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই-অক্টোবরে বাংলাদেশ থেকে ৪২ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছে। বাংলাদেশি জুতার বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) হলেও এখন এক-তৃতীয়াংশ জুতার গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। বাজারটিতে জুলাই-অক্টোবরে রপ্তানি হয়েছে ১৩ কোটি ৩৩ লাখ ডলারের জুতা, যা গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ থেকে ১২ কোটি ডলারের চামড়ার জুতা রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের ১০ কোটি ডলারের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি।

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ জুতা রপ্তানি হয়, তার প্রায় পুরোটাই চামড়ার তৈরি। তবে পাল্টা শুল্কের সুযোগে চমক দেখাতে শুরু করেছে চামড়াবিহীন জুতা। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি তিন গুণের বেশি বেড়েছে। উচ্চ শুল্কের কারণে চীনের ক্রয়াদেশ সরতে থাকায় বাংলাদেশের রপ্তানি পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, গত জুলাই-অক্টোবর চার মাসে ১ কোটি ৭৪ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ৫৪ লাখ ডলারের চেয়ে ২২২ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে জুতা রপ্তানি ৩২ শতাংশের মতো বেড়েছে।

চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এনপলি ফুটওয়্যার চলতি বছর থেকে দুটি মার্কিন আলোচনা। এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নিরাপত্তা কার্যক্রম শেষ হলেই ক্রয়াদেশ পাওয়ার আশা প্রতিষ্ঠানটির। বর্তমানে এনপলির কারখানায় দিনে ১৪ হাজার জোড়া জুতা উৎপাদিত হয়। তাদের পাওয়া বিক্রয় বা রপ্তানি আদেশের ১৫ শতাংশ

অভিমত

বন্ড জটিলতায় সময়মতো পণ্য রপ্তানি করা কঠিন

মো. নাসির খান,
সহসভাপতি,
এলএফএমইএবি

মো. নাসির খান

পাল্টা শুল্ক আরোপের পর মার্কিন ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরাচ্ছে। তাদের অনেকেই বাংলাদেশের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে জুতার ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা করছে। ফলে কিছু প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে নতুন ক্রয়াদেশ পেয়েছে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান ক্রয়াদেশ পাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

অবশ্য মার্কিন বড় ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের কাজ পাওয়া আমাদের জন্য কিছু কঠিন। কারণ, আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থায় বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে। আমরা সবচেয়ে বেশি ভুগছি বন্ড জটিলতায়। ধরুন, আমার প্রতিষ্ঠান দেড় লাখ জোড়া জুতার ক্রয়াদেশ পেয়েছে। এই জুতার পুরো কাঁচামাল আমদানির প্রাপ্যতার অনুমতি দেয় না বন্ড কর্তৃপক্ষ। আমাদের ভাগ ভাগ করে কাঁচামাল আনতে হয়। তাতে সময়সমতো পণ্য জাহাজীকরণ আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। মূলত এ কারণেই আমাদের জুতা রপ্তানি বছরের পর বছর ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের আশপাশেই ঘুরছে। অথচ দেশে রপ্তানিমুখী ১০০-এর বেশি কারখানায় যে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা আছে, তাতে বছরে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করা সম্ভব।

বন্ড জটিলতা নিরসনে মূল্য সংযোজনের শর্ত দিয়ে কাঁচামাল আমদানির অনুমতি দেওয়া উচিত। যেমন ১০০ ডলারের কাঁচামাল আনলে ১২৫ ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটি না করলে আমদানি করা কাঁচামালের ওপর শুল্ক আরোপ হবে, এমন ব্যবস্থা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চীন, কোরিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশ কাঁচামাল আমদানিতে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা চালু করে উন্নতি করেছে।

আমাদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, সাভারের চামড়াশিল্প নগরের দূষণ। এ কারণে আমাদের চামড়া বিশ্বের বড় ব্র্যান্ডগুলো কিনছে না।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অটোমেশন হলেও জুতাশিল্প বরাবরই শ্রমনিবিড়। সে কারণে বাংলাদেশ প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় একটা জায়গায় এগিয়ে রয়েছে। শ্রমিকের কম মজুরির জন্য বাংলাদেশ যে দামে জুতা দিতে পারে, তা অন্য দেশ পারে না। সে জন্য মার্কিন পাল্টা শুল্কের কারণে যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, সেটি কাজে লাগাতে আমাদের দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

(এমও) রিয়াদ মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, মার্কিন ক্রেতারা চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চীনের ওপর পাল্টা শুল্ক যা-ই হোক না কেন, নীতির পরিবর্তন খুব একটা হবে না। মার্কিন ব্র্যান্ডের ক্রয়াদেশ নিতে গেলে সময় লাগে। সে কারণে ফলাফল কিছুটা দেরিতে পাওয়া যায়।

রপ্তানিকারকদের কথার সত্যতা রপ্তানি পরিসংখ্যানেও পাওয়া যায়। ইপিবির তথ্যানুযায়ী, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সার্বিকভাবে জুতা রপ্তানি ২৪ শতাংশ বেড়ে ১১৯ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছিল। তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ৩১ কোটি ডলারের জুতা, যা এর আগের বছরের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত অর্থবছরে ২৯ কোটি ডলারের চামড়ার জুতা রপ্তানি হয়েছিল, যা তার আগের বছরের চেয়ে ১১ কোটি ডলার বা ৬১ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে গত অর্থবছর প্রায় ২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫১ শতাংশ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৫৫৫ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ রপ্তানি ৮৬৫ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করেছে ভিয়েতনাম। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৪২ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করেছে চীন। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া রপ্তানি ছিল ২৫৩ কোটি ডলারের।

আরএফএল গ্রুপ শুরুতে ইইউর বাজারে জুতা রপ্তানি করত। বর্তমানে তাদের মোট জুতা রপ্তানির অর্ধেকই যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। ইতিমধ্যে বিশ্বখ্যাত খুচরা বিক্রেতা ব্র্যান্ড ওয়ালমার্টে জুতা রপ্তানি করেছে তারা। আগামী জানুয়ারিতে স্কেয়ার্সের জন্যও জুতা পাঠাবে তারা। গত অর্থবছরে মোট আড়াই কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করেছে আরএফএল। বর্তমানে তারা চারটি কারখানায় জুতা উৎপাদন করছে। শিগগিরই কারখানার সংখ্যা আরেকটি বাড়বে।

এ নিয়ে আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আর এন পাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চীনের ওপর মার্কিন শুল্ক যা-ই হোক না কেন, যেসব ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে জুতা উৎপাদন করে স্বচ্ছন্দ পাবে, তারা থাকবে। আশা করছি, বাজারটিতে আমাদের রপ্তানি দিন দিন বাড়বে।'

প্রথম আলো
21 NOV 2025

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বাণিজ্যে দ্রুত অগ্রগতি ঘটছে

এমজিআইয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

এমজিআইয়ের পরিচালক তানজিমা মোস্তফা বলেন, এ বছর দেশে মার্কিন সয়াবিন আমদানির অর্ধেকের বেশি আমদানি করেছে মেঘনা গ্রুপ।

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন বলেছেন, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। গতকাল বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চলে সোনারগাঁও সিডস ক্রাশিং মিলস পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন। এটি মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান।

মেঘনা গ্রুপের সিডস ক্রাশিং মিলস পরিদর্শনকালে ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে ছিল ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের একটি প্রতিনিধিদল। তাঁদের স্বাগত জানান এমজিআইয়ের পরিচালক তানজিমা মোস্তফা ও তাসনিম মোস্তফা। এ সময় এমজিআইয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন এমজিআইয়ের সয়াবিন ক্রাশিং বা মাড়াই কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। তিনি বলেন, 'আমরা মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ এবং ডেল্টা অ্যাগ্রোর সঙ্গে এক বিলিয়ন ডলারের মার্কিন সয়াবিন রপ্তানির জন্য চুক্তি করেছি। দেড় বছর আগে যেখানে বাংলাদেশে ৩৫০ মিলিয়ন বা ৩৫ কোটি ডলারের মার্কিন সয়াবিন আমদানি হতো, সেখানে এ বছর তা বেড়ে ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে এখন ১ বিলিয়ন তথা ১০০ কোটি ডলারের পথে রয়েছে।'

মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর বলেন, এই বর্ধিত বাণিজ্য দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে ও বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করছে। উচ্চমানের মার্কিন সয়াবিন আমেরিকান কৃষক ও বাংলাদেশের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান—বিশেষত মেঘনার মতো কোম্পানিগুলোর জন্য লাভজনক। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সয়াবিন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমজিআই এই অংশীদারত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এমজিআইয়ের পরিচালক তানজিমা মোস্তফা বলেন, 'আমাদের চেয়ারম্যান সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে বিপুল পরিমাণ মার্কিন সয়াবিন আমদানির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা ইতিমধ্যে ৭ লাখ মেট্রিক টনের বেশি সয়াবিন আমদানি করেছি, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। আমাদের লক্ষ্য এক মিলিয়ন টন সয়াবিন আমদানি করা। এ বছর দেশে যে পরিমাণ মার্কিন সয়াবিন আমদানি হয়েছে, তার অর্ধেকের বেশি আমদানি করেছে মেঘনা গ্রুপ।' তিনি জানান, বর্তমানে এমজিআইয়ের দুটি ক্রাশিং মিল যথাক্রমে মেঘনা সিডস ক্রাশিং মিলস ও সোনারগাঁও সিডস ক্রাশিং মিলস মোট দৈনিক ৭ হাজার ৫০০ টন সয়াবিন ক্রাশিং সক্ষমতা রয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

গত ৩১ জুলাই বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক কমিয়ে আনতে অন্য পদক্ষেপের পাশাপাশি দেশটি থেকে আমদানি বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জুলাই মাসের শেষে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় চার লাখ টন সয়াবিনবীজ আমদানির তাৎক্ষণিক সমঝোতা হয়। এমজিআই চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ১৩ কোটি মার্কিন ডলারের তিন লাখ টন সয়াবিনবীজ আমদানির সমঝোতা করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর আরও দুই লাখ টন সয়াবিনবীজ আমদানির ঋণপত্র খুলেছে এমজিআই। সব মিলিয়ে গ্রুপটি পাঁচ লাখ টন সয়াবিনবীজ আমদানি করছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

প্রথম আলো
21 NOV 2025

তিন জাহাজ রপ্তানি হচ্ছে আমিরাতে

জাহাজ নির্মাণশিল্প

জাহাজ তিনটি সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মারওয়ান শিপিংয়ের কাছে হস্তান্তর করে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড।

- ২০২৩ সালে আমিরাতের কোম্পানির সঙ্গে ৮ জাহাজ তৈরির চুক্তি করে ওয়েস্টার্ন শিপইয়ার্ড।
- এরই মধ্যে রপ্তানি হয়েছে তিনটি জাহাজ, এখন রপ্তানি হচ্ছে আরও তিনটি।
- আট জাহাজ রপ্তানি করে ওয়েস্টার্ন শিপইয়ার্ড পাবে ৭০ লাখ ডলার।

বিশেষ প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রামভিত্তিক জাহাজ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড একসঙ্গে তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফট জাহাজ বা ছোট আকারের জাহাজ রপ্তানি করতে যাচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জাহাজ তিনটি সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মারওয়ান শিপিং লিমিটেডের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

চট্টগ্রামের পটিয়ায় জাহাজ নির্মাণ কারখানাটির সামনে কর্ণফুলী নদীর তীরে জাহাজ তিনটির একটি 'মায়া'তে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাহাজগুলো হস্তান্তর করা হয়। জাহাজ তিনটির নাম মায়া, এমি ও মুনা। তিনটি জাহাজই মূলত ল্যান্ডিং ক্রাফট। ল্যান্ডিং ক্রাফট হলো ছোট আকারের জাহাজ। ল্যান্ডিং ক্রাফট ধরনের জাহাজের পানির নিচে গভীরতা কম থাকায় অগভীর নৌপথেও এগুলো চলাচল করতে পারে। আবার খুব সহজেই মালামাল নিয়ে তীরের কাছে রসদ পরিবহনে ব্যবহার করা যায়।

জাহাজ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আল হমোদি বলেন, 'দুই দেশের দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক আমাদের মধ্যকার বন্ধুত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে। আশা করি, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে আরও জাহাজ আরব আমিরাতে রপ্তানি হবে।'

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০২৩ সালে ওয়েস্টার্ন মেরিন সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মারওয়ান শিপিং লিমিটেডের সঙ্গে আটটি জাহাজ নির্মাণের চুক্তি করেছিল। এই আটটি জাহাজের মধ্যে রয়েছে দুটি টাগবোট, চারটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ও দুটি ট্যাংকার। এই চুক্তির আওতায় এ বছর ৬৫ টন ও ৮০ টন বোলার্ড পুল ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি টাগবোট 'খালিদ' ও 'ঘায়া' এবং 'রায়ান' নামের একটি ল্যান্ডিং ক্রাফট রপ্তানি হয়। এখন তিনটিসহ ছয়টি জাহাজ রপ্তানি হচ্ছে। বাকি দুটি রপ্তানি হবে আগামী বছর।

ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ জানায়, সব মিলিয়ে এই আট জাহাজের রপ্তানিমূল্য ৭০ লাখ মার্কিন ডলার। এর মধ্যে রপ্তানি হতে যাওয়া এই তিন জাহাজের রপ্তানিমূল্য ২২ লাখ ডলার।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) প্রশাসক আবদুর রহিম খান ও ওয়েস্টার্ন মেরিনের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েস্টার্ন মেরিনের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম বলেন, জাহাজ নির্মাণ একটি শ্রমঘন ও উচ্চ প্রযুক্তির ভারী শিল্প। জাহাজ রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখা সম্ভব।

ওয়েস্টার্ন মেরিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন সোহেল হাসান বলেন, দেশে এই শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি বরাদ্দ। পুঁজি পেলে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে জাহাজ নির্মাণশিল্প খাত।

বাংলাদেশ থেকে প্রথম জাহাজ রপ্তানি করে ঢাকার আনন্দ শিপইয়ার্ড। ২০০৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ডেনমার্কে জাহাজ রপ্তানির মাধ্যমে এই অভিযাত্রা শুরু হয়। এরপর ২০১০ সালে জাহাজ রপ্তানিতে যুক্ত হয় চট্টগ্রামের ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের নাম। ওই বছরের ৩০ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটি জার্মানিতে একটি সমুদ্রগামী জাহাজ রপ্তানি করে। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ১১টি দেশে মোট ৩৬টি জাহাজ রপ্তানি করেছে, যার বাজারমূল্য ১৩ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলারের বেশি।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

কালবেলা

2 1 NOV 2025

এলডিসি উত্তরণের পরও বাংলাদেশকে তিন বছর শুল্ক সুবিধা দেবে জাপান

টোকিওর পক্ষে ডব্লিউটিওর নোটিশ

কালবেলা প্রতিবেদক

সব স্বল্পোন্নত দেশকেই (এলডিসি) ২০২৯ সাল পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা বা জিএসপি দেবে জাপান। এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশও এ সুবিধা পাবে। এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ হওয়ার কথা ২০২৬ সালে। এলডিসি উত্তরণ হলেও বাংলাদেশের জন্য জাপানের শুল্ক সুবিধা বহাল থাকবে অন্তত তিন বছর। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক কমিটি ৭ নভেম্বর এক নোটিশে জাপানের পক্ষ থেকে তিন বছরের জন্য এলডিসি ও এলডিসি থেকে উত্তরণ হওয়া দেশগুলোকে জিএসপি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান এ বিষয়ে গণমাধ্যমে বলেন, তিন বছরের বাড়তি শুল্ক সুবিধার সিদ্ধান্তটি অন্যদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি দুই দেশের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তির (ইপিএ) সঙ্গে সম্পর্কিত। জাপানের এ ঘোষণার ফলে এখন দেশটির সঙ্গে ইপিএ সই হতে বেশি সময় লাগবে না। ইপিএর আলোচনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে না নিয়ে গেলে জাপান তিন বছরের শুল্ক সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে রক্ষণশীল থাকত বলে মনে হয়।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একজন বিশেষ সহকারী জাপানের সঙ্গে ইপিএ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বেশি তাগিদ দিচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে যদি দেশটির সঙ্গে ইপিএ হয়ে যায়, তবে তা হবে দ্রুততম সময়ে কোনো দেশের সঙ্গে ইপিএ করার উদাহরণ।

ডব্লিউটিওর নোটিশে বলা হয়, এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও বিভিন্ন দেশকে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত জিএসপি সুবিধা দিতে জাপান তার শুল্কব্যবস্থা সংস্কার করেছে, যেখানে বলা হয়েছে, এলডিসি অথবা এলডিসি থেকে উত্তরণ হবে—এমন দেশগুলোকে উত্তরণ-পরবর্তী তিন বছরের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করবে জাপান। আরও বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশ বা অঞ্চল থেকে আমদানি করা নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর জাপানের শুল্ক হ্রাসের সুবিধা প্রযোজ্য হবে। দেশ বা অঞ্চলগুলোর রপ্তানি আয় বৃদ্ধির স্বার্থে এটি করা হয়েছে। এ ছাড়া তাদের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করাও এই সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে জাপানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাপানে ১৪১ কোটি ১৬ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, যার ৮৪ শতাংশই পোশাক। এর মধ্যে নিট পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৬০ কোটি ১১ লাখ ৭০ হাজার ডলারের। আর ওভেন পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৫৮ কোটি ৪৩ লাখ ডলারের। এ ছাড়া বাংলাদেশ থেকে জাপানে হোম টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা ইত্যাদি পণ্যও রপ্তানি করা হয়।

> তিন বছরের বাড়তি শুল্ক সুবিধার সিদ্ধান্তটি অন্যদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি দুদেশের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তির (ইপিএ) সঙ্গে সম্পর্কিত। জাপানের এ ঘোষণার ফলে এখন দেশটির সঙ্গে ইপিএ সই হতে বেশি সময় লাগবে না। ইপিএর আলোচনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে না নিয়ে গেলে জাপান তিন বছরের শুল্ক সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে রক্ষণশীল থাকত বলে মনে হয়
>
> **মাহবুবুর রহমান**, *বাণিজ্য সচিব*

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো